**মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য) : আখের ৪ টি রোগ দেখা যায়, যার লক্ষণ ও দমনে করণীয় ব্যবস্থা সমূহ নিম্নরূপ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **রোগের নাম** | **রোগের লক্ষণ** | **রোগ দমনে করণীয়** |
| আখের কালো শীষ (স্মাট) | * কালো শীষ আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছ থেকে খর্বাকৃতির হবে এবং কান্ড পেন্সিলের মত চিকণ ও শক্ত হবে। আক্রান্ত গাছের পাতা সরু, খাট এবং হালকা সবুজ রং ধারন করবে। এ সময় আক্রান্ত গাছের মাথা থেকে কালো চাবুকের মত একটি লম্বা শীষ বের হয়। উক্ত শীষে প্রচুর পরিমানে কালো স্পোর থাকে, যা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়।
 | * আক্রান্ত আখ দেখামাত্রই শিকড়সহ তুলে তা নিরাপদ দূরত্বে এনে পুড়িয়ে বা মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে। আক্রান্ত আখ তুলে ফেলার পূর্বে কালো শীষ পলিথিন ব্যাগ বা চটের ব্যাগ দ্বারা উপর হতে শীষসহ সম্পূর্ন গাছ ঢেকে সম্পূর্ন ঝাড় তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে যেন শীষের কালো স্পোর কোনক্রমেই বাইরে ছড়াতে না পারে।
* বিকল্প পোষক (দূর্বা ঘাস) জমিতে থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে।
 |
| ডগা পচা (টপ রট) | * আক্রান্ত আখের ডগার জড়ানো পাতার ঠিক নিচের কচি বাড়ন্ত কান্ডে পঁচনের সৃষ্টি হয় এবং ডগার পাতা গুলো মড়ে যায় যার, ফলে ডগার অংশে ভেঙে যায়। আক্রান্ত ডগার অংশ হতে এক প্রকার বৈশিষ্ট্যমূলক পঁচা গন্ধ বের হয়, যার মাধ্যমে সহজেই রোগের আক্রমন সনাক্ত করা যায়।
 | * শুধু মাত্র রোগাক্রান্ত পাতা এবং আক্রান্ত গাছের অংশ বিশেষ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ রোগের ক্ষেত্রে সমস্ত গাছ বা ঝাড় তুলে ফেলার প্রয়োজন নেই।
 |
| আখের সাদা পাতা (হোয়াইট লিফ) | * আক্রান্ত আখের পাতা সাদা রং হবে।
 | * আক্রান্ত গাছ দেখামাত্রই জমি হতে তুলে নিরাপদ দূরত্বে মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে।
 |
| আখের বিজলী ঘাস (স্ট্রাইগা) | * বিজলী ঘাস আক্রান্ত আখের পাতা প্রাথমিক ভাবে হলদে হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আখের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
 | * আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া দ্রবন (১ কেজি সার ২০ লিটার পানিতে) বিজলী ঘাসের উপর দুপুরের প্রখর রোদ্রের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
 |